Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ জানুয়ারি, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ১ সংখ্যা ২ জানুয়ারি, ২০২৩, সোমবার, ১৬ পৌষ, ১৪২৯

পূর্ব মেদিনীপুরে সিপিআই(এম) নেতা সহ কর্মীদের উপর পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম) নেতা নিরঞ্জন সিহি সহ নন্দকুমারে সিপিআই(এম) কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে জেলা জুড়ে প্রতিবাদ-মিছিল হয়েছে। বর্ধমান শহর-১ ও ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দুটি পৃথক মিছিল হয়। কর্মসূচিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তরুণ রায় প্রমুখ। বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটি আয়োজিত মিছিলের পর পথসভায় বক্তব্য রাখেন অতনু হুই।

গতকাল পূর্ব মেদিনীপুর নন্দকুমার ব্লকে আবাস যোজনার নতুন তালিকা থেকে প্রকৃত গরিব মানুষদের বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বঞ্চিতরা সি.পি.আই(এম)-এর নেতৃত্বে ডেপুটেশন দিতে গেলে তৃণমূলের দলদাস পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে, মহিলাদের উপর অত্যাচার করে, দুর্যোধনের মতো শাড়ি ধরে টানাটানি করে এবং জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি নিরঞ্জন শিহিকে পার্টি অফিস থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গারদে পোরে। তার প্রতিবাদে গলসী-১নং এরিয়া কমিটির বুদবুদ বাজারে বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিল শেষে পথ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক হারাধন ঘোষ। এছাড়া গলসী ১নং শাখা এলাকাতেও প্রতিবাদ, মিছিল ও পথসভা হয়। অজয় শী, অমিতাভ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। গতকাল গলসী-১ নং ব্লকের মানিকবাজারেও সান্ধ্যসভা হয়।

গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগেও মিছিল হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রবীন টুডু।

প্রাক্তন সিপিআই(এম) নেতা ও সমাজসেবী শতায়ু ডাঃ হরমোহন সিংহ প্রয়াত

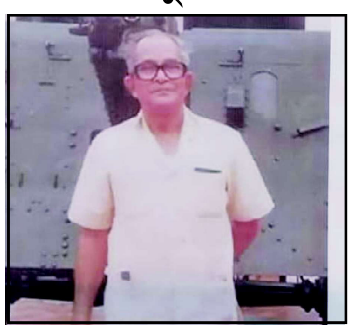

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া, ১ জানুয়ারি : কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক সিপিআই(এম) অবিভক্ত বর্ধমান জেলার প্রাক্তন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সমাজসেবী শতায়ু ডাঃ হরমোহন সিং প্রয়াত হয়েছেন ৩১ ডিসেম্বর গভীর রাতে। কাটোয়ার খেজুরডিহি গ্রামের নিজের হাতে গড়া বিশেষ সক্ষমদের আবাসিক কেন্দ্র 'আনন্দ নিকেতন'-এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ১০০ বছর ১ মাস। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। ১ জানুয়ারি কাটোয়া শহরের আই.এম.এ ভবন, স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম, কাটোয়া কলেজ, বাসভবন হয়ে সিপিআই(এম)-এর দপ্তর সুবোধ স্মৃতি ভবনে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রয়াত ডাঃ সিংহ-এর জন্ম কাটোয়ার সূদপুর গ্রামে।

কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বীর সেনানী সুবোধ চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পঞ্চাশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য হন। তিনি ১৯৭১, ১৯৭৭ ও ১৯৮২ তিনবার কাটোয়ার নির্বাচিত বিধায়ক ছিলেন। কাটোয়ার বহুমুখী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২০০০ সালে রাষ্ট্রপতি ও ২০০৬ সালে ডাঃ বি.সি. রায় পুরস্কারে ভূষিত হন।

ফজলুল হক (পিন্টু)-র অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া দক্ষিণ দামোদর এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়না, বর্ধমান, ২৬ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম) রায়না-২ এরিয়া কমিটির সদস্য এবং পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ফজলুল হক (পিন্টু) রাত ২.৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৭ বছর। ১৯৯০ সালে সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করেন। সমবায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তীব্র সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন বারেবারে, শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে। গ্রাম ছাড়া হয়েছেন, চাষবাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু দমানো যায়নি পিন্টুকে। পরিবর্তনের পর এরিয়া কমিটির সগড়াই দপ্তর আক্রমণ করেছে তৃণমূলীরা কয়েকবার, লুটপাট হয়েছে, আগুন দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন সন্ত্রাস ফজলুল হকের অফিস আসা বন্ধ করতে পারেনি।

অজাতশত্রু পিন্টুর মৃতু সংবাদ শুনে সগড়াইয়ে রায়না খণ্ডঘোষের এরিয়া কমিটির অফিসে ছুটে আসেন রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। তাঁর মরদেহ পার্টির লাল পতাকা দিয়ে ঢেকে দেন এবং ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পার্টির রাজ্য নেতা অমল হালদার, জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, মির্জা আক্তার আলি, প্রবীণ

—এরপর চারের পাতায়

মহিলা নেত্রী শান্তি পাল-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ জানুয়ারি : ১ জানুয়ারি গভীর রাতে প্রয়াত হয়েছেন জেলা মহিলা আন্দোলনের প্রাক্তন নেত্রী, বর্ধমান পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার সিপিআই(এম) নেত্রী শান্তি পাল (৬৩)। ২ জানুয়ারি তাঁর মরদেহ সিপিআই(এম) ২নং এরিয়া অফিসে নিয়ে আসা হলে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, এরিয়া কমিটির সম্পাদক তরুণ রায়, প্রবীণ শিক্ষকনেতা অধিক্রম সান্যাল, মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জী, গণেশ চৌধুরী, প্রয়াত নেত্রীর সহযোদ্ধা ও স্বামী রবিশঙ্কর পাল, পুত্র অনল ও পুত্রবধূ মান্ডবী সহ বর্ধমান শহর ও সদরের নেতৃবৃন্দ ও গণসংগঠনের কর্মীরা। আজ তাঁর মরদেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য তুলে দেওয়া হয়।

তাঁতশিল্পী আত্মঘাতী পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩১ ডিসেম্বর : স্বপ্ন ভগ্ন হওয়ায় শুক্রবার রাতে গলায় দড়ি দিয়ে নিজের বাড়িতেই আত্মঘাতী হন জয়দেব বসাক (৩২) নামের একজন তাঁতশিল্পী। মৃতের বাড়ি পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নশরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পারুলডাঙ্গা গ্রামে। এই এলাকায় এটাই তাঁত শিল্পীদের আত্মহত্যার ঘটনা প্রথম নয়। ২০২২ সালের ৩ জানুয়ারি রাত্রে এই এলাকার হাটশিমলা গ্রামে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন একজন ঋণগ্রস্ত তাঁতশিল্পী নিমাই বসাক। তিনি তাঁত ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলায় গত বছরের ১২ জুলাই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন সহদেব সরকার নামের একজন তাঁত শিল্পী। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের জেরে লকডাউন, ইয়াস ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে কালনার তাঁতশিল্প ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে যায়। সেই সময় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতেও কৃষি ফসল সহ তাঁত শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার কথাও উঠে আসে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও সেই ক্ষতিপূরণের অর্থ এইসব আত্মঘাতী হওয়া তাঁত শিল্পীদের পরিবারের কাছে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ।

কালনায় ডেপুটেশন ও মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ ডিসেম্বর : বহু গরিব মানুষের বাড়ি নেই, তাদের বাড়ি দিতে হবে। তালিকায় থাকা যে গরিব পরিবারগুলির নাম চলতি সমীক্ষায় বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। কোনভাবেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমীক্ষা করা যাবে না। সরকারি নির্দেশে আবাস প্লাস যোজনায় সার্ভে করে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দিকে দিকে জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবিগুলির সমর্থনে বৃহস্পতিবার কালনা-১ ব্লকে মিছিল, অবস্থান-বিক্ষোভ এবং বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অবস্থানে দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, প্রাক্তন বিধায়ক

—এরপর চারের পাতায়

'নতুন চিঠি' ৪৫ পেরিয়ে ৪৬-এ পদার্পণ করল। পাশাপাশি আমরা আর একটি বছর পার করে ২০২৩ নতুন বর্ষে পদার্পণ করলাম। আমাদের গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই।

স্টোরে আলু রেখে মাথায় হাত চাষির, লোকসানের ভয়ে আলু তুলছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জানুয়ারি : লোকসানের ভয়ে আলু চাষি আলু তুলছে না স্টোর থেকে। স্টোর মালিকরা পড়েছে বিপাকে। আলু ওঠার সময় মাঠে চাষি দাম পেয়েছে ৮০০ টাকা (৫০ কেজি) বস্তা। আরও দামের আশায় জামালপুরের চাষি মহাবীর ডকাল ১৫০০ প্যাকেট আলু স্টোরে রাখে। এখন আলু ছাড়াতে গেলে বস্তা পিছু ১০০ টাকা লোকসান। এইরকম বড় চাষির সবার একই অবস্থা। তাদের অভিযোগ সরকার ইউ পির আলু রাজ্যে আসা বন্ধ করলে দাম পাওয়া যেত। আরও জানান আলু ওঠার সময় এবার ফলন ছিল অর্ধেক। দাম বাড়ার প্রবণতা। সেই আশায় রাখা স্টোরে। বাইরের আমদানি আলু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।

প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক জগবন্ধু মণ্ডল বলেন, আলুর দাম একেবারে তলানিতে ঠেকে গিয়েছে। বাড়তি আলু কে কিনবে, সেটা চিন্তার বিষয়। ভালো পরিমাণে আলু মজুত থাকার কারণ কী? ব্যবসায়ী বা সংরক্ষণকারীদের দাবি, গত মরশুমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দু'বার আলু চাষ হয়েছিল। ফলে, আলুর গুণগত মান তুলনামূলকভাবে খারাপ হয়, আবার আলু চাষে কিছুটা দেরি হয়। সেই সুযোগে দু'টি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, ভিনরাজ্যে বা পড়শি দেশে আলু রপ্তানি কমে যায়। দ্বিতীয়ত, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশার মতো রাজ্যের আলু জেলার বাজারে ঢুকে পড়ে। সেকারণে হিমঘরে মজুত আলু বাজারে কম বিক্রি হয়েছে। জগবন্ধুবাবুর আশঙ্কা, আলু মজুত করতে গিয়ে সংরক্ষণকারীরা বিশাল লোকসানের মুখে পড়েছে। চলতি মরশুমে সংরক্ষণকারীরা আলুতে কি আর বিনিয়োগ করবে, সেটা চিন্তার।

হিমঘর মালিকদের দাবি, ছোট আলু (ক্যাট) বাজারে বিক্রি নেই। হিমঘরের ভাড়া মিটিয়ে আলু কেনার লোক নেই। সেজন্য বেশ কিছুদিন ধরে ওই আলু হিমঘর থেকে বিক্রি হচ্ছে না। এরমধ্যেই আলু রাখার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেল। বাজারে আলুর যা দাম, তাতে সংরক্ষণকারীরা হিমঘরের ভাড়া মিটিয়ে আলু নিতে আসবে কি না, তা নিয়ে তাঁদের সন্দেহ রয়েছে। রবিবার থেকেই হিমঘরগুলি মজুত আলু বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে। হিমঘর মালিক সমিতির জেলার চেয়ারম্যান নবকুমার কুণ্ডু বলেন, ২ জানুয়ারি থেকে আলু নিলামে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

নতুন চিঠি

২ জানুয়ারি, ২০২৩

আবাস-দুর্নীতি ও বেসামাল শাসকদল

শিক্ষা নিয়োগে সীমাহীন দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য তোলপাড় হলেও প্রশাসনের গা-ছাড়া ভাব দেখে বোঝা যায় যে, শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের এ রাজ্যের শাসকদল নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক মনে করে না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নাম তোলা নিয়ে সমীক্ষা ও তা নিয়ে গ্রামবাংলার ক্ষোভ কিন্তু ঘুম কেড়েছে টালির ঘরের অধিষ্ঠাত্রী সর্বাধিনায়িকার। দুর্নীতি কতদূর যেতে পারে প্রতিদিনের খবরে তা প্রকট হচ্ছে। প্রকৃত প্রাপকদের বঞ্চিত করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা চুরি নয়, ডাকাতি করে নিয়েছে তৃণমূলের কেষ্টবিষ্টুরা। যার মাটির দেওয়ালের মাথায় পলিথিন, সে পায়নি আবাস যোজনার টাকা। পেয়েছে স্থানীয় মাতব্বর বা তাদের নিকট আত্মীয়েরা যাদের অনেকের দু-তিনতলা পাকা বাড়িও রয়েছে। একই পরিবারের একাধিক জনের নামে টাকা উঠেছে, হতদরিদ্র মানুষ বঞ্চিতই থেকে গেছে। ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ। কিন্তু তৃণমূল আছে তৃণমূল সংস্কৃতিতেই। খবরে প্রকাশ, অবৈধ প্রাপকের নামে অভিযোগ করে টাকার বিনিময়ে অভিযোগ তোলার শর্ত দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও সেই তোলা আদায়। হবে নাই বা কেন, পুলিশকে বোম মারার হুমকি দেওয়া বীর জেলা সভাপতির দিল্লি যাত্রা আটকাতে দলীয় কর্মীকে দিয়ে ভুয়ো অভিযোগ করে যদি তাকে জেল হাজতে রাখতে পারে পুলিশ, সেই রাজ্যে সবকিছুই ঘটা সম্ভব।

কিন্তু মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের ক্ষোভকে ভাষা দেওয়ার রাজনীতি যারা করে তারা মানুষের কাছাকাছি যত আসছে শাসকদল তত জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তাতেই কপালে ভাঁজ পড়েছে নেত্রীর। কলঙ্কিত কর্মীদের দিয়ে এসবের মোকাবিলা অসম্ভব বুঝে তিনি মাঠে নামিয়েছেন ঠ্যাঙারে পুলিশকে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে ব্লক অফিসে প্রতিবাদীদের ওপর তাণ্ডব চালিয়েছে পুলিশ। আবাস যোজনায় তিনবার বঞ্চিত আরজানা বিবিকে রাস্তায় ফেলে এমনকী পুলিশ গারদেও নির্যাতন করা হয়েছে। সিপিআই(এম) পার্টি অফিস থেকে রাতের অন্ধকারে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে পূর্বমেদিনীপুর জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি সহ একাধিক নেতাকে।

ইতিহাস বলে, ধরপাকড়, মারধোর, জেল হাজতের ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে থামানো যায় না, কারণ মানুষই ইতিহাস গড়ে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাকে বাংলা আবাস যোজনা বলে চালাতে চাওয়া, চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মুচলেকা দেওয়া, পঞ্চায়েত ভোট সমাসন্ন দেখে নতুন তালিকা বানিয়ে সাধু সাজতে চাওয়া, 'তৃণমূল না করলে তালিকায় নাম নয়' বলে হুমকি—মানুষ সবই দেখছে। আর মানুষ যত নিজের অধিকার বিষয়ে সচেতন হচ্ছে, তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি তত আলগা হচ্ছে। জবকার্ডধারী মানুষ কাজ পাচ্ছে না, রেগায় কাজের টাকা বহু মাস অনাদায়ী, কৃষকের ফসলের নায্য দাম চলে যাচ্ছে ফড়েদের পকেটে।

আবাস যোজনার টাকায় নির্মিত ঘর হয়ে উঠেছে তৃণমূলের পার্টি অফিস। আর এসব ঘটতে পারছে চোর-লুটেরারা নির্দিষ্ট প্রণামী দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের দখল নেওয়ায়। এসব বুঝতে পেরেছে মানুষ, তাই মানুষ জোট বাঁধছে, পথে নামছে। মানুষের পবিত্র ক্রোধকে মানুষের অধিকার আদায়ের কাজে লাগাতে হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে—'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়', পরিত্রাণের অন্য পথ নেই। ইংরেজি বছর ২০২৩ হোক সেই পরিত্রাণের বছর, নতুন আলোর ছটায় তমসানিবৃত্তির বছর।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির একাদশ সম্মেলন আজ মৃদুল সেন নগর, সলিল ভট্টাচার্য মঞ্চ, মলয় রায় কক্ষ এবিটিএ হলে মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন বর্ষীয়ান সভাপতি অরুণ মজুমদার। শহিদ বেদীতে মাল্যদান, শোক প্রস্তাবের পর সম্মেলনের সূচনা করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়। প্রবীণ সদস্য কুমুদরঞ্জন মণ্ডলকে জীবনকৃতি সম্মাননা প্রদানের পর রাজ্য কমিটি আয়োজিত প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া দেবনারায়ণ মণ্ডলের 'চৌতিশী' এবং মন্তেশ্বর এলাকার শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলন বিষয়ে আর একটি গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করেন 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী জেলা সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস। আয়-ব্যয় হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ উত্তম কর্মকার। প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ১০জন প্রতিনিধি। অরুণ মজুমদার সভাপতি, সুকৃতি ঘোষাল কার্যকরী সভাপতি, মিনতি গোস্বামী এবং দিনেশ ঝা যুগ্ম সম্পাদক, উত্তম কর্মকার কোষাধ্যক্ষ সহ ২৯ জনের নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে ১২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। গান, কবিতা, আবৃত্তিতে সম্মেলন কক্ষ ছিল সারাদিন প্রাণবন্ত।

আমার কোনো ভয় নেই তো

অশোক অধিকারী

তখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। কলকাতার একটি দৈনিকে (গণশক্তি নয়) উক্ত শিরোনামে তখনকার পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের একটি লেখা পড়েছিলাম। বাহাত্তরের অপশাসন, খুন, জখম ও সন্ত্রাস সেই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আসার আগের বছরগুলিতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী একটি দল যখন রক্তাক্ত করেছে, পশ্চিম বাংলার সেই প্রেক্ষিতে তাঁর লেখায় এক জায়গায় তিনি লিখছেন, ''...হয়ত বা এই কারণেই অনেক বিদ্বজ্জন বা কিছু কবি-লেখক অনেক চোখের জল ফেলেন সংঘর্ষে নিহত কোনও মাওবাদীর জন্য। আবার তাঁদের চোখ থেকে একফোঁটা জলও পড়েনি মাওবাদীদের হাতে নিহত সাধারণ আদিবাসীদের জন্য, স্কুলের ছাত্রের জন্য। ...তাঁরা কবিতা লেখেন মাওবাদীদের 'বীরত্ব' নিয়ে।'' এখন রাজ্যে বাম সরকার নেই। একটি অগণতান্ত্রিক, বিরল প্রজাতির, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী দল রাজ্যকে শ্মশানে পরিণত করার প্রয়াসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এখন হত্যা এসেছে অন্য আঙ্গিকে! তৃণমূলের হাতে তৃণমূল খুন। তৃণমূলের হাতে অন্য দলের কর্মীদের খুন হওয়া, গুলি-বন্দুক আর বোমার যথেচ্ছ ব্যবহার সারা রাজ্যে এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার সঙ্গে আকচার নারীনিগ্রহ, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য যার ইতিহাসকরণ ঘটেছে শিক্ষামন্ত্রী সহ গোটা শিক্ষাদপ্তরের জেল প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। শিল্পহীন শিক্ষাহীন রাজ্যে দস্তুর বোমা তৈরির কারখানা। প্রতিদিনই সাত থেকে সাতাত্তর খুন হচ্ছে নয়তো বোমা বিস্ফোরণে নিহত বা আহত হচ্ছে। দুর্নীতির কালো মেঘ রাজ্যের আকাশকে ভারী করে তুলেছে। চাকুরি দেবার নামে পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করে মেধাকে পথে বসিয়েছে এই সরকার।

সাদা খাতার পাতা জোড়া শূন্যতার মাঝে হবু আচার্যদের দীর্ঘশ্বাস যাঁর আঁচ গিয়ে লাগছে নবান্নের চোদ্দতলায়। তবুও মূঢ় ভ্রূক্ষেপহীন, কানে তুলো গোঁজা সরকার যেন আউড়ে চলেছে সুকান্তের 'আগ্নেয়গিরি' কবিতার লাইন—''উৎসব, কর, উৎসব কর-/ ভুলে যাও পেছনে আছে এক আগ্নেয় পাহাড়।'' কিন্তু প্রজন্মের আত্মঅধিকারে ধ্বনিত হচ্ছে,'' ছায়াঘন অরণ্য-নিবিড় আমাকে দেখ/দেখ আমার নিরুদ্বিগ্ন বন্যতা/তোমাদের শহর আমাকে বিদ্রুপ করুক/কুঠারে কুঠারে আমার ধৈর্য্যকে করুক আহত।''

আমার কোনও ভয় নেই তো! এই যে কয়েক হাজার ভুয়ো শিক্ষক মেধাকে অর্থের বিনিময়ে কিনে রাজ্যের স্কুলগুলির স্টাফরুম আলো করে বসে আছে। ভুল বানান, ভুল ইংরেজি আর ব্ল্যাকবোর্ডে ভুল অংক কষে একটা গোটা প্রজন্মের মস্তিষ্কে পাথরের জমাট অন্ধকার নামিয়ে বন্ধ্যাত্বের কংক্রিটের জঙ্গল বানিয়ে মস্তিষ্কের দখল নিয়ে ভাতে মারার চেষ্টা চলছে, যার প্রভাব পড়বে আগামী কয়েকটি দশক। আর যে ছাত্র বা ছাত্রীটি তার জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষার মার্কশিটে হাত বুলিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবে এমন এক মানুষের স্বাক্ষর যাঁর ঠিকানা জেলখানা, কিংবা যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা এই সরকারের আমলেই সুস্থভাবে প্যানেলভুক্ত হয়ে টাকার বিনিময়ে চাকরি কেনেননি তাঁর কাছে মহামান্য আদালতের প্যানেল বাতিলের কথা যখন অশনি সংকেতের মতো শোনায় তখন 'আমার কোনও ভয় নেই তো' এই ট্রমায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি কি সুস্থভাবে শ্রেণিপঠনে মনোযোগী হতে পারবেন! অথবা তিনি যদি দেখেন তাঁর প্রিয় স্টাফরুমে ঠিক তাঁর পাশের চেয়ারে যিনি সদ্য শিক্ষক হয়ে এসেছেন, তিনি অসল তো! 'আমার কোনও ভয় নেই তো'—তাই কোনো আপ্তবাক্য নয়, যেন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার একটি বাক্য নির্মিতি যা ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্রেণিকক্ষের অন্দরে অন্তরে। সত্য ও মিথ্যার এই যে লুকোচুরি খেলা তাতে বয়ে যাচ্ছে প্রজন্মের বয়সের বেলা। তবু শত প্রতিকূলতাকে পাথেয় করে প্রশাসনের নেকনজরে থেকে মাথার ওপর খোলা আকাশকে ছাতা করে দিনের পর দিন পথকে আশ্রয় করে সত্যের জন্য লড়াই জারি রাখে তখন তাদের লড়াইয়ের পাশে থাকা এই মুহূর্তের জরুরি সাইরেন।

বলতেই হয় আমরা আজ ভালো নেই। পরিবর্তনের রূপান্তর ঘটেছে পরিহাসে। আজকের বুদ্ধিজীবীরা পথভোলা পথিক। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সত্য, ''যতদিন না অন্তরের মধ্যে থেকে দূরীকৃত হয় বর্বর, ততদিন কিছুতেই শান্তির আশা নেই।... পীড়িত জগৎ হাত বাড়াচ্ছে আলোকের দিকে, নাগাল পেয়েও নাগাল পাচ্ছে না।'' আসলে অন্যায়ভাবে কিছু পেলে তাকে রাখার জন্য একটার পর একটা অন্যায় করে যেতে হয়, সেই প্রাতিষ্ঠানিক মন্ত্রে দীক্ষিত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বখাটে করে রাখতে চাইছেন রাজ্যটাকে। তার বিরুদ্ধে পথ কথা বলছে। মিছিল ঘন হচ্ছে। দীপ্ত হচ্ছে শ্লোগানের কণ্ঠ। মাও-সে-তুং বলেছিলেন, ''ঝেড়ে ফেল পরাজিতের মনোভাব। একটা খণ্ডযুদ্ধে হার হতেই পারে। কিন্তু যুদ্ধটা তো চলছে। দ্য ব্যাটল ইজ লস্ট, বাট দ্য ওয়ার ইজ অন...লড়াই করা, ব্যর্থ হও, যত দিন না সম্পূর্ণ বিজয়ী হও। এটাই জনগণের মুক্তি। আর গণ্ডগোল কর, গোলমাল পাকাও, ব্যর্থ হও, আবার কর, আবার ব্যর্থ হও, যতদিন না সম্পূর্ণ ধ্বংস হও। এটা ওদের পরিণতি।''

আবাস যোজনা তালিকায় গড়মিল : বিডিও অফিসে বিক্ষোভ জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩০ ডিসেম্বর : আবাস যোজনা ঘিরে সরগরম রাজ্য, এবার ক্ষোভের মুখে মেমারি-১ ব্লক বিডিও। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত মেমারি এক নম্বর বিডিও অফিসে, আবাস যোজনায় ঘর না পাওয়ায়, মেমারি এক নম্বর ব্লকের বেশ কিছু এলাকা থেকে বহু মানুষজন আসে। তাদের অভিযোগ আবাস তালিকায় নাম না থাকায় তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। সার্ভে করার পরও তালিকায় অনেক গড়মিল আছে। পাকা বাড়ি থাকা স্বত্ত্বেও চূড়ান্ত তালিকায় অনেক ব্যক্তির নাম আছে। ঠিক উল্টো হয়েছে, কাঁচা বাড়ি অথচ আবাস যোজনার তালিকায় তাদের নাম নেই। এই বিষয়ে এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বিডিও অফিস ও পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে ডেপুটেশন দেয়। অভিযোগকারীদের আরও দাবি যে, দলুইবাজার-২ পঞ্চায়েতে তৃণমূল সদস্যা আজমিনা মল্লিক স্বজনপোষণ করে ১০ হাজার টাকা করে নিয়ে ঘর দেওয়ার কথা বলছেন। এলাকায় যাদের দোতলা পাকা বাড়ি তারা ঘর পাচ্ছে, আর আমাদের মতো কাঁচা বাড়ির লোকেরা ঘর পাচ্ছে না।এ ব্যপারে বিডিও অভিযোগকারীদের আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আবার সার্ভে হবে বলে আবেদনকারীদের জানিয়েছেন বলে জানা যায়। ১৫ দিন পর যদি সার্ভে না হয় তাহলে তারা আরও বড় আন্দোলনে যাবো বলে জানান।

আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও প্রকৃত প্রাপকদের ঘর দেওয়ার দাবিতে, আই সি ডি এস ও আশা কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবীতে সিপিআই(এম) খণ্ডঘোষ-১ ও ২ এরিয়া কমিটির ডাকে খণ্ডঘোষ বিডিও অফিসে প্রকৃত প্রাপক এবং আসা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। আরামবাগ রোডে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। পুলিসের ব্যারিকেড ভেঙে মানুষের সতস্ফূর্ত মেজাজে পুলিশ পিছু হটে। নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মির্জা আক্তার আলী ও কৃষক নেতা বিনোদ ঘোষ।

পূর্ব বর্ধমান জেলার হাট কালনা পঞ্চায়েতের মণ্ডলপাড়া এলাকায় আবাস যোজনার একটিও ঘর আসেনি। একই সঙ্গে অনেক গ্রামবাসীর কাছ থেকে তাঁদের ঘর দেবে বলে তৃণমূল নেতারা কাটমানিও নিয়ে বসে রয়েছেন। দীর্ঘদিন বাদে তালিকায় নাম না আসায় এদিন হাটকালনা পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি, এই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান না পেলে তালা খোলা হবে না। পঞ্চায়েত প্রধান বাপ্পা মজুমদারও ওই এলাকায় ঘর না আসার বিষয়টিকে মেনে নিয়েছেন।

জামালপুর ব্লকে আবাস দুর্নীতি নিয়ে আলোড়ন পড়েছে। বিডিও তদন্ত করছে গ্রামে ঘুরে ঘুরে। আবাস যোজনার টাকা নিয়ে একটি পেল্লাই তৃণমূলের কার্যালয় হয়েছে। যে ব্যক্তির নামে ঘরের টাকা বের হয়, তিনি কার্যত নদীর ধারে ছাউনী করে বাস করছেন। সেই শঙ্করবাবুর ঘরে আবাস যোজনার লেভেল ঝুলছে। এই সত্য সামনে আশায় বিডিও চরম অস্বস্তিতে।

আবাস যোজনায় তালিকায় নাম নেই। ভাতারের নিত্যানন্দপুর পঞ্চায়েতের মুরাতিপুর চৌমাথা মোড়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন উপভোক্তারা। সকাল থেকে অবরোধের জেরে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ভাতার থানার পুলিস। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত আবাস যোজনা তালিকার নাম উঠবে ততক্ষণ এই অবরোধ চলবে। পরে বিডিও অরুণকুমার বিশ্বাস ও ভাতার থানার ওসি এসে উপভোক্তাদের আশ্বস্ত করায় প্রায় তিন ঘণ্টা পর অবরোধ উঠে যায়। তারপর পুলিস যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

খাল, বিল জলা-জঙ্গল করে মানব-মঙ্গল

সুব্রত মণ্ডল

খাল, বিল, জলা এসবগুলোই জলাভূমি যা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র। জলাভূমি স্থলজ এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের মধ্যবর্তী পরিবর্তনসূচক বাস্তুতন্ত্র। এখানে ভূমিনিম্নস্থ জলস্তর ভূমিতলের খুব কাছেই থাকে। অগভীর জলে ঢাকা স্থলভূমিই হলো জলাভূমি। জলাভূমিকে স্থলভাগের বৃক্ক বলা হয়। কারণ এগুলি জলচক্র ও রাসায়নিক চক্র সম্পূর্ণ করার পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এই দুপ্রকার আবর্জনা মুক্ত করে। এই সমস্ত উৎস হতেই মানুষ আগে জলপান করতো। ১৯৫২ সালের ঘটনাটা এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। 'পথের পাঁচালি'-তে তৃষ্ণার্ত অপু ছোট পানা পুকুরে পানা সরিয়ে হাতের অঞ্জলি ভরে জল খাওয়ার দৃশ্য। আজকের জলাভূমি আর সে অবস্থায় নেই। এজন্য আমরাই দায়ী। জলাভূমি জলকে আবর্জনামুক্ত করে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে পাঠায়। জলাভূমিতে জলের সম্পৃক্ততার এক অন্যতম প্রাধান্য শর্ত যা এই বাস্তুতন্ত্রের মাটির চরিত্র নির্ধারণে ও উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্য নির্ণয় করে।

আঞ্চলিক ও স্থানীয় এলাকার মাটির বৈশিষ্ট্য, ভূসংস্থান (topography) আবহাওয়া, জলানুসন্ধান (hydrology), জলের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব প্রজাতি ইত্যাদি শর্ত এবং মনুষ্য প্রজাতির নিথস্ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে জলাভূমি বিভিন্ন ধরনের হয়। যথা— মার্স, হ্রদ, মোহনা অঞ্চলের নাবাল-জলা, টাইডাল সমভূমি, নদীর দুই তীরে প্লাবন সমভূমি। এই সমস্ত প্রকার জলাভূমি ও সেখানকার জীববৈচিত্র্য

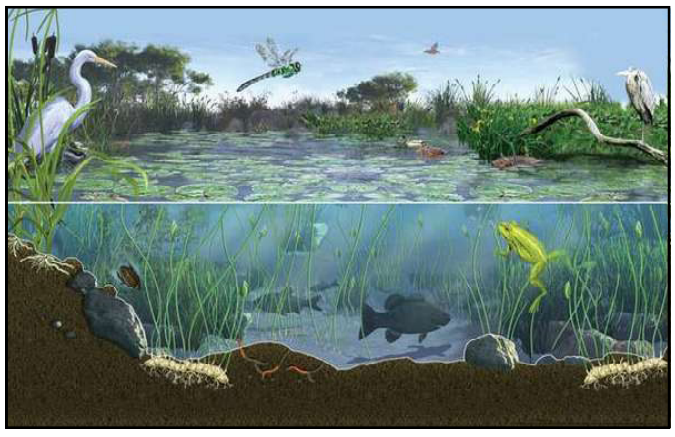

আজ ধ্বংসের মুখে। পৃথিবীর মোট জলের ৩ শতাংশ স্বাদুজল; ২ শতাংশ বরফ হয়ে জমে থাকার কারণে আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ১ শতাংশ স্থলভাগের জল আমরা সব কাজে ব্যবহার করি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মানুষের মিষ্টি জলের চাহিদা বাড়ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে সেচের জল ব্যবহার ৬ শতাংশ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। চাহিদা মেটাতে গিয়ে জলাভূমির অবস্থা সঙ্গীন।

অল্প পরিমাণ স্বাদু জলই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর আশ্রয়স্থল। উল্লেখযোগ্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে রাজ্য প্রাণী বাঘরোলের খবর। এর অপর নাম মাছ বাঘা। দেখে মনে হবে ছোট বাঘ। সাইজ শেয়ালের মতো, গায়ে ডোরাকাটা দাগ। সিসি টিভি ক্যামেরায় দেখে মনে হবে বাঘ হেঁটে যাচ্ছে। এরা প্রধানত মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে। আমরা অজ্ঞানতায় বাঘ ভেবে আতঙ্কিত হই। পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। শুশুক, কুমীর, ভোঁদর-এর উপর অত্যাচারের ঘটনাও খবরে আসছে। এদের সঙ্গে আরও অনেক জীবেরই অবদান আছে জলাভূমি রক্ষায়।

বৃষ্টির জল ধরে রেখে বন্যার প্রকোপ কমায় জলাভূমি। জলাভূমির জল সেচের কাজে ব্যবহার হয়। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার জলাভূমি এর খুব ভালো উদাহরণ। চিত্ত বিনোদন ও আনন্দদান ও পর্যটন শিল্পের উন্নতিতে জলাভূমির ভূমিকা কমবেশি আমরা সর্বত্র জানি। সুন্দরবন আমরা বেড়াতে যাই এই আশা নিয়ে যে বাঘমামার দেখা পাব। কিন্তু আমরা জানিনা যে সুন্দরী, গরাণ, সেও ইত্যাদি উদ্ভিদ আয়লার মতো ঝড়েরও প্রকোপ কমায়। এই সমস্ত উদ্ভিদ, মেরুদণ্ডী প্রাণী, অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও Zooplankton বা প্রাণীকণা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী) এবং zooplankton (উদ্ভিদকণা) বাস্তুতন্ত্র রক্ষার কাজ করে চলেছে।

যে কোনো জলাভূমিই গরিব মানুষের কাজের জায়গা। হাঁতড়ে শোল, বাইন কই, মাগুর, সিঙ্গি, ল্যাটা, চিংড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ও আকারের মাছ, শাক-ফুল-পাতা সংগ্রহ করে জীবন ধারণের সংগ্রামে অনেকটা এগিয়ে যায়। জলাভূমির বিপুল বৈচিত্র্যময় খাদ্যসম্ভার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে। সংগ্রহের তালিকায় মাঘনা, পানিফল, শোলা, শালুক, কলমী, কচু, হোগলা, শুষনি, থানকুনি ইত্যাদি আছে। এগুলি খাদ্য হিসাবে, ঔষধি হিসাবে ও গ্রামীণ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে আমরা ব্যবহার করি। এভাবেই জলাভূমি গ্রামীণ অর্থনীতিতে জায়গা করে নিয়েছে।

জলাভূমিকে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বাঁচাতে হবে। জমি মাফিয়ারা জলাভূমি লুট করছে, ভরাট করে বহুতল তৈরি করে মুনাফার পাহাড় গড়ছে। জলাভূমি না থাকলে তাদের কিছু যায় আসে না। জলাভূমির দূষণও একটা বড় সমস্যা। এসব নিয়ে ভাবার সময় কই? বিজ্ঞান আর মুঠো-ফোনের দাপটে সৎচিন্তা করার ও চোখ মেলে দেখার সময় নেই। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই আমরা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবার পথে পা বাড়াব।

জ্বর

ডাঃ গৌতম সাহা

জ্বর হল একটা উপসর্গ। ইংরেজিতে বলে ফিভার, পাইরেক্সিয়া। জ্বর কমাবার ওষুধকে বলে অ্যান্টিপাইরেটিক। যেমন,প্যারাসিটামল, আইবুপ্রফেন,মেফেনামিক অ্যাসিড, নিমোসুলাইড ইত্যাদি।

এদের মধ্যে জ্বরের ওষুধ হিসেবে বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত ড্রাগটির নাম হল প্যারাসিটামল। বিভিন্ন ট্রেডনেমে ওষুধটি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। যেমন, ক্যালপল, ক্রোসিন, মেটাসিন, প্যারাসেফ ইত্যাদি।

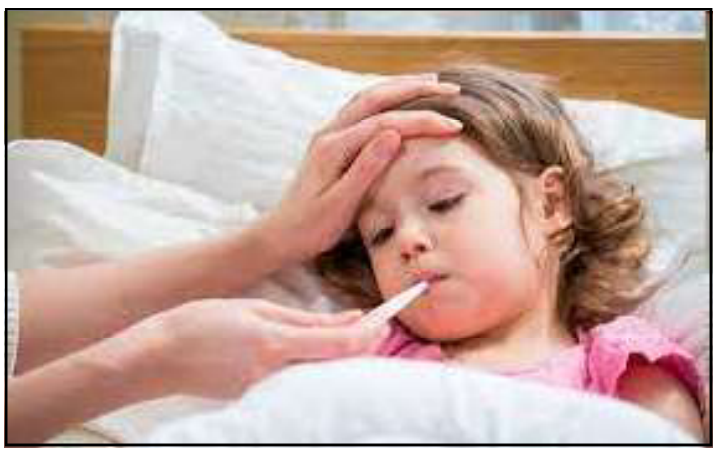

আগেই বলেছি, জ্বর বা দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হল কোনো অসুখ বা অসুস্থতার লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভাইরাসজনিত কোনো অসুখ, ব্যাকটেরিয়া-ঘটিত অসুস্থতা প্রভৃতি।

অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা কমন কোল্ড সাধারণত ভাইরাস সংক্রমণ থেকে হয়। জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি,মাথা-ব্যথা, গা-হাত-পায়ে ব্যথা এগুলো হল কমন কোল্ড-এর উপসর্গ। যেহেতু এ ধরনের কষ্টে বিশ্রাম, বেশি করে তরল পান করা, সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ এবং উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসাতেই সেরে যায়, তাই এর নিরাময়ে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার দরকার হয় না। যদি-না এই ভাইরাল ইনফেকশনের সুযোগ নিয়ে কোনো সুযোগসন্ধানী বা অপোরচুনিস্টিক ব্যাকটেরিয়া শরীরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তখন কিন্তু উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়।

জ্বর কমাবার জন্য হাতের কাছে সবচেয়ে সহজ উপায় হল জল।

আগে বলা হত কোল্ড স্পঞ্জিং। এখন বলা হয় টেপিড স্পঞ্জিং। মানে স্বাভাবিক তাপমাত্রার জল ও ঈষৎ উষ্ণ জল একসঙ্গে মিশিয়ে সেই জল দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা গা ভাল করে মুছিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অর্থাৎ আটানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি ফারেনহাইট হচ্ছে। দেখতে হবে, মিশ্রিত জলের উষ্ণতা যেন শরীরের উষ্ণতা থেকে দু ডিগ্রি কম থাকে।

আমরা জানি, দেহের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার। বলা ভালো, ক্লিনিকাল থার্মোমিটার। সাধারণত দু-টো স্কেলে এই উষ্ণতা মাপা হয়। ফারেনহাইট ও সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড। যেমন, সুস্থ মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল আটানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি ফারেনহাইট বা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস।

জ্বর হলে এর মাত্রা তখন বাড়তে থাকে। তখন নাড়ির গতি বা পালস রেট-ও বেড়ে যায়। দেখা গেছে, প্রতি এক ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে নাড়ির গতি প্রতি মিনিটে দশ করে বাড়তে থাকে।

উদাহরণ—সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নাড়ির গতি হল বাহাত্তর থেকে আশি প্রতি মিনিটে। এক ডিগ্রি জ্বর বাড়তে সেই গতি হয়ে যাবে বিরাশি থেকে নব্বই প্রতি মিনিট। এইভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে পালস রেট বাড়তে থাকে। ব্যতিক্রম হলো, টাইফয়েড ফিভার। সেখানে নাড়ির গতি এই নিয়ম মেনে বাড়ে না। তখন যে ধরনের গতির তারতম্য দেখা যায় তাকে বলে রিলেটিভ ব্রাডিকার্ডিয়া।

ব্রাডিকার্ডিয়া মানে, নাড়ির গতি বা পালস রেট কম হওয়া। এর বিপরীতটা হল ট্যাকিকার্ডিয়া।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে থার্মোমিটার গুঁজে টেম্পেরাচার দেখা হয়। যেমন,জিভের তলায়, বগলে বা আর্মপিটে,গুহ্যদ্বারে।

দেহের প্রকৃত তাপমাত্রা দেখতে হলে রেকটামে থার্মোমিটার দিয়ে দেখতে হয়। তখন যে বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম রেক্টাল থার্মোমিটার।

পশু চিকিৎসকেরা তাদের রোগীদের টেম্পেরাচার মাপেন রেক্টাল থার্মোমিটার দিয়ে।

জ্বরের ওষুধ বা অ্যান্টিপাইরেটিকের ডোজ—পূর্ণ বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে প্যারাসিটামলের মাপ হল, ৫০০ থেকে ৬৫০ করে প্রয়োজনমতো। দরকার হলে সারা দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মিলিয়ে তিন থেকে চার বার দেওয়া যাবে। অর্থাৎ ৬ থেকে ৮ ঘন্টা অন্তর অন্তর। তবে,অবশ্যই ভর-পেটে। যাদের গ্যাস-অম্বল -অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই অ্যান্টাসিড বা কোনো পিপিআই (যেমন, ওমেপ্রাজোল) ইত্যাদির সাহায্য নিতে হবে। না হলে গ্যাসট্রাইটিস, গ্যাসট্রিক ব্লিডিং-এর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চোখ ভালো রাখার উপায়

ডাঃ দিব্যেন্দু রায়

চোখ মানব শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-কে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে হলে সেটি চোখকে ব্যতিরেকে সম্ভব না। চোখকে নিরোগ রাখা এ কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের বিভিন্ন রোগের প্রতিফলন চোখে পড়ে। প্যানক্রিয়াসের রোগ, থাইরয়েড, গ্ল্যান্ড এর সমস্যা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনেশন বা উচ্চ রক্তচাপ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, অস্থিসন্ধির বাত, কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড এর আধিক্য ইত্যাদিতে চোখেরও সমস্যা তৈরি হয়। পরিসংখ্যানগতভাবে দেখা গেছে সারা বিশ্বের তিনজন অন্ধ মানুষের মধ্যে একজন ভারতীয়। এর মধ্যে ৯১.৮ শতাংশ অন্ধত্ব সঠিক সময়ে চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় যোগ্য ছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত অন্ধত্বের ৯১.৮ শতাংশ অন্ধত্ব সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় যোগ্য ছিল। নিয়মিত এবং সঠিক সময়ে চক্ষু পরীক্ষা গুরুত্ব এখানেই রয়েছে। ভারতবর্ষে দৃষ্টিহীনতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ছানি চোখের মণির অস্বচ্ছতা, চোখের পিছনে পর্দা অর্থাৎ রেটিনার সমস্যা, চোখের স্ট্রোক, চোখের উচ্চ চাপ জানিতে সমস্যা বা গ্লুকোমা ইত্যাদি।

এই দৃষ্টিশক্তিজনিত প্রতিবন্ধকতাকে যদি কাটাতে হয় তাহলে সবার আগে দরকার স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা। মানুষকে এটাই বুঝতে হবে যে সব সময় চোখে কম দেখা মানেই ছানি বা পাওয়ারের সমস্যা নয় তা ছাড়াও অন্যান্য অনেক রোগ যেমন চোখের স্ট্রোক, রেটিনার সমস্যা, গ্লুকোমা, চোখের অভ্যন্তরে রক্ত ক্ষরণ, চোখের মণির গঠন গত সমস্যা, চোখের বাত ইত্যাদি থেকেও চোখের দৃষ্টি কমতে পারে, তার মধ্যে কিছু কারণ থাকে যে কারণগুলি সঠিক সময়ে নির্ণয় না হলে চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে অন্ধত্ব ও আসতে পারে।

এরকম আরেকটি জিনিস যে বিষয়ে মানুষের সচেতনতা গড়ে ওঠা দরকার

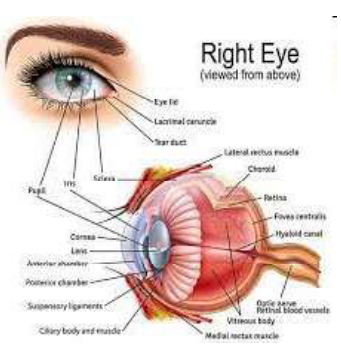

সেটি হল চোখ লাল হওয়া। সাধারণ মানুষের ধারণা থাকে যে সাধারণত জয়বাংলা বা চোখের ইনফেকশন হলেই চোখ লাল হয়, সেক্ষেত্রে তারা কোনো ওষুধের দোকান থেকে শুধুমাত্র এন্টিবায়োটিক বা অনেক সময় স্টেরয়েড জাতীয় ড্রপ লাগিয়ে চোখের আরো ক্ষতি করে আসে কিন্তু বাস্তবিকক্ষেত্রে অনেকাংশই দেখা যায় যে জয় বাংলা বা ইনফেকশন ছাড়াও চোখে রক্তক্ষরণ, চোখের বাত এবং চোখের চাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েও চোখ লাল হয়। এই সমস্যাগুলিও প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত না হলে পরবর্তী ভাগে অনেক দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে। চোখের একটি বিশেষ রোগ যা নিয়মিত চোখ পরীক্ষা না করলে ধরা পড়ে না এবং চোখে অন্ধত্ব অন্তত পর্যন্ত আনতে পারে সেটি হলো গ্লুকোমা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, গ্লুকোমার ক্ষতি বেশ ধীরে ধীরে হয়, বেশ কয়েক বছর ধরে। দৃষ্টিশক্তির এই ক্ষতি পার্শ্বদৃষ্টি বা পেরিফেরাল ভিশন দিয়ে শুরু হয়। মানুষ দৃষ্টির এই অংশ সম্পর্কে কম সচেতন থাকে। যদি চিকিত্সা না করা হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী দৃষ্টির সাথে সাথে সামনের বা কেন্দ্রীয় দৃষ্টি ও নষ্ট হতে পারে।

আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বিশেষ করে কোভিড পরবর্তীতে যে সমস্যাটি সারা পৃথিবীতে মহামারি আকার নিয়েছে সেটি হল কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম। সারাদিন মাত্রারিক্ত মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে চোখে শুষ্কতা, মাথায় ব্যথা, পাওয়ারের সমস্যা, অনিদ্রা, ক্লান্তি ভাব দেখা দিচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে কম্পিউটার বা মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, একটি বিশেষ ধরনের চশমা যা নীল রশ্মিকে প্রতিহত করে সেটি ব্যবহার করতে হবে, কুড়ি মিনিট কাজ করে অন্তত কুড়ি সেকেন্ডের জন্য বিশ্রাম নিতে হবে এবং দূরের কোন জিনিসের দিকে তাকাতে হবে, মোবাইল বা কম্পিউটারের ব্রাইটনেস কমিয়ে কনট্রাস্ট যথোপযুক্ত রাখতে হবে, মনে করে করে চোখের পাতা ফেলতে হবে যাতে চোখে শুষ্কতা না আসে, কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিন চোখ থেকে এক হাত দূরত্বে থাকতে হবে, প্রয়োজনে চোখে শুষ্কত দূর করার ময়েশ্চারাইজার ড্রপ ব্যবহার করতে হবে।

চোখ ঠিক রাখতে হলে নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষার সাথে সাথে শরীর ঠিক রাখার জন্য করণীয় য যা সেগুলি করতে হবে।

—এরপর চারের পাতায়

নান্দাইয়ে ৯০ জনের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ ডিসেম্বর : প্রাক্তন যুব নেতা প্রয়াত কমল মণ্ডল স্মরণে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৯০ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করে। যার মধ্যে ৩৫ জন যুবতী। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে নান্দাইয়ে এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর। এই শিবিরকে ঘিরে যুবক যুবতীদের বিশেষ করে সংখ্যালঘু মহিলাদের উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ ছিল না।

নাট্যকর্মীর উপর হামলার প্রতিবাদ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ ডিসেম্বর : গত ২৮ ডিসেম্বর বেলেঘাটা সুকান্ত মঞ্চের সামনে শাসকদলের দুষ্কৃতীদের দ্বারা গা-জোয়ারি করে নাট্যমেলা বন্ধের প্রতিবাদী সভায় পূর্ব কলকাতার বিদূষক নাট্যমণ্ডলীর কুশীলবদের উপর চড়াও হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন বর্ধমানের লেখক, শিল্পী ও বিশিষ্টজনরা। শহরের প্রাণকেন্দ্র বিজয় তোরণের নীচে সমবেত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক, শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ

পূর্ব-বর্ধমান শাখার সদস্যবৃন্দ। সুকৃতি ঘোষাল, অনন্য ভট্টাচার্য, নাট্যকর্মী শিবতোষ বোস, তরুণ সঙ্গীত শিল্পী সব্যসাচী রায়চৌধুরী সহ অনেকের কবিতা পাঠ, গান, আবৃত্তি সহযোগে প্রতিবাদী সভাটি বৈকালিক সন্ধ্যায় শহরের বহু পথচলতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কোর্ট চত্বরে সাংবাদিকদের আস্তানা ভাঙা নিয়ে তীব্র আলোড়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৩১ ডিসেম্বর : ডেপুটেশন দিতে গিয়ে জেলা শাসকের চরম দুর্ব্যবহারের মুখে পড়লেন জেলার সাংবাদিকরা। জেলা শাসক সাংবাদিকদের ডেপুটেশন নিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে নানা কটু মন্তব্য করেন। পাশাপাশি চিত্র সাংবাদিকদের ডেপুটেশনের ছবিও তুলতে দেননি জেলা শাসক। সাংবাদিকদের অন্দরে জোর চর্চা চলছে। জেলা শাসকের দপ্তর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেন। সেখানেই পুরো বিষয়টি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়াকে লিখিতভাবে জানানোর ব্যাপারে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমনকি পুরো ঘটনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করার বিষয়েও আলোচনা চলছে। প্রাথমিকভাবে আইনজীবীদের সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

২৭ ডিসেম্বর বর্ধমান থানায় সাংবাদিকদের লিখিত অভিযোগে জানা যায়, আগের দিন গভীর রাতে ৪ জন দুষ্কৃতী মুখ ঢেকে জেলা ডি.এম-এর কাছে দুটি ছাউনী, টেবল, চেয়ার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। যা পাশে থাকা ট্রেজারি বিল্ডিং-এর নিরাপত্তা রক্ষীরা পুর ঘটনার সাক্ষী। একাংশ সাংবাদিক শাসক দলের দুই বালি মাফিয়ার পোস্টার পড়া ছবি খবর করে রোষানলে পড়ে বলে তাদের ধারণা। তারপরেই এই ঘটনা। এ ঘটনায় সাংবাদিকরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জেলাশাসক এই ঘটনার নিন্দা না করে সাংবাদিকদের আক্রমণ করেন। এতেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সাংবাদিক মহলে।

সারা বাংলা বাউল লোকশিল্পী মিলন উৎসব দেবীপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৯ ডিসেম্বর : সারা বাংলা বাউল লোক শিল্পী মিলন উৎসব হয়ে গেল দেবীপুরে। আয়োজক অমৃতবাউল লোকগান। উদ্যোগ দেবীপুর স্টেশন বাজার ব্যাবসায়ীবৃন্দ। সারা বাংলা বাউল লোক শিল্পী মিলন উৎসব ৭ম বর্ষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন দেবীপুর শাখার ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বিশ্বদীপ চ্যাটার্জী। ৪ দিন ব্যাপী এপার বাংলার ২৩ জেলার সুবিখ্যাত শিল্পীগণ ও ওপার বাংলার শিল্পীদের নিয়ে প্রায় ২০০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন মিলন উৎসবে। মিলন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল, নিতাই মহান্ত বাউল, সমর কর বাউল প্রমুখ। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ এই বাউল মিলন উৎসব মঞ্চে একটি রক্ত দান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।

পাখি-চোখ-৮

রত্না রশীদ

খণ্ড-সময়

পুরো বছরটা গড়িয়ে চলে গেল। এই সময়টায় সালতামামির হিসেব কষার রেওয়াজ। বছরে উল্লেখযোগ্য কি-কি ঘটলো। কি পেলাম, কি বা হারালাম। 'বছর' মানেই এই দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেবার খেলা। জনম জনম এই চলছে। গত বছর এই দিনে যারা সঙ্গে ছিল, তাদের অনেকেই আজ আর নেই। আবার জুড়ে গেলও কেউ কেউ লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে। এর নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই, প্রায় পুরোটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। কিন্তু সবাই মিলে চেষ্টা করলে যে-যে সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব ছিল, তাই বা হলো কই! অথচ বছর গড়িয়ে গেল, চলে গেল পেছন ফিরে।

একটি শব্দ—বছর। বছরের শেষ এবং বছরের আরম্ভ। সত্যিই কি এমন কোনো ঘটনা ঘটে আদৌ কোথাও কোনো জাগতিক পরিমণ্ডলে? সত্যিই কি সময় শেষ হয়, এবং নতুন করে আবারও শুরু হয় বছরের এই ৩১ ডিসেম্বর আর পয়লা জানুয়ারিতে? এটা কি আদৌ সম্ভব? কিসের শেষ আর কিসেরই বা শুরু। সময় তো যেমন অনন্তে বইছিল—বইছে—বয়ে যাবেও ঠিক নিরন্তরে। এর তো শুরু-শেষ আমাদের দ্রষ্টব্যে নেই—তবুও বলবো আমরা বছর চলে গেলো, নতুন বছর প্রবেশ করলো। একটা কাল্পনিক চিন্তা-হিসাব আমাদের কাছে এতোটা সত্যি বোধহয় আর কোনো কিছুতে নেই। পল-অনুপল মেলে দেওয়া সময়ের পরিমাপ,—সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর, শতাব্দ—ইত্যাদি। অনন্তে বহমান নিরবধি সময়ের পরিমাপ। দেশ কাল জাতিভেদে সবাই কেমন একটা বাস্তব মিথ্যেকে সত্যি বলে মেনে নিতে পারি! শুধু তাই নয়, নানান অদ্ভুত বিচিত্র আনন্দ সমাগমে 'এনজয়' করার দেখনদারি বন্দোবস্ত। তাও পারি।

'এন্ড' 'জয়'। এবং আনন্দ করো। করো আকাশভাঙা তুমুল চিৎকার—খাও-পিও-মৌজ করো—মাতলামি করো— ধর্ষণ এমনিই এসে যাবে। পৌষ-এর কনকনে রাতে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে রাজপথে নেমে পড়ে হুল্লোড় না করলে পুরনো বছরটা যাবেও না আর নতুনটাও আসবে না। থমকে যাবে সময়। সময় কী ভীষণই উদ্বিগ্নতায় অপেক্ষা করে থাকে এই দু-পেয়ে জন্তুগুলোর আকাশ ফাটানো উল্লাসের জন্য। মিডিয়াগুলোও হয়েছে তেমন, ধরে ধরে দেখাবে কোথায় কোন্ শহরে কোন্ জেলায় কোন রাজ্যে বেলেল্লাপনা তুঙ্গে উঠেছে। মানুষের হাতে এতো পয়সা জোটে কী করে!!! নিজের সৎ রোজগারে এমন চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করা অসম্ভব। এরই নাম ভোগবাদজনিত তুমুল অবক্ষয়। নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, এর ওর গায়ে ঢলে পড়ে খিস্তি খেউড় করছে, এর নাম বর্ষবরণ!!! ওদিকে বৃষ্টির মতো শিশির ঝরা পৌষের কনকনে ঠাণ্ডায় দেশের সম্পদ—শিক্ষিত - মেধাবী - পরীক্ষাউত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েগুলো সরকারি শঠতায় বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী আমার আপনার বাড়ির নিষ্প্রভ প্রদীপগুলি রাজপথের পাশে বসে শতাধিক দিন ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই লড়ে যাচ্ছে। কে মনে রেখেছে তাদের কথা! কেনই বা রাখবে! ওরা আকাশ থেকে টুপ করে খসে পড়েছে। ওরা সমাজের কেউ নয়।

আমি জানি না, চাকরি-বাকরি পেয়ে যাবার পরে এই ছেলেমেয়েগুলোও ওই মাতাল জনস্রোতে সামিল হয়ে পড়বে কিনা। কারণ ট্রেন্ড-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন মজবুত ন্যায়নিষ্ঠ শিরদাঁড়া। ভাবতে ইচ্ছে করছে এই ছেলেমেয়েগুলির সেই সোজা শিরদাঁড়া অটুট থাকবে। এই ভাবনাটুকু বাঁচিয়ে রেখেই সামনে এগোতে চাই। কারণ জানি উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদের কোনো সীমা পরিসীমা নেই—তা কখনোই ব্যক্তি তথা সমাজের কোনো কল্যাণে লাগে না। খালি ভোগের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। খেউড় কাটলে এদেরই যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কি গো—এতো তো ভোগের ধেই কেত্তন নাচলে, সুখী তো? মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু আড়াল নিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদবে। কারণ শূন্যতা মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে না।

(চলবে)

চোখ ভালো

—প্রথম পাতার পর

যেমন রক্তে সুগারের পরিমাণ, রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইডকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত শরীর চর্চা, সুষ্ঠ এবং সুষম খাদ্যাভাস গড়ে তোলা, শাক সবজি, ফল, স্যালাড নিয়মিত খাবারের মধ্যে রাখা, সঠিক পরিমাণে জল খাওয়া, বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট রাখা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মাথায় রাখা দরকার যে মেডিকেল সাইন্সে তাকেই সুস্থ বলা হয় যে স্বাস্থ্যগতভাবে মানসিকভাবে এবং সামাজিকভাবে সুস্থ। এ কারণে শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার উপর জোর দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতার বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক মানুষের কাজ পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দরকার সরকারের একটি সুস্থ যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা। যেখানে ডেনমার্ক, নরওয়ে ,ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া তাদের বাজেটের ৭.৬ শতাংশ স্বাস্থ্য হাতে খরচ করে এবং যেখানে ব্রাজিল, রাশিয়া, সাউথ আফ্রিকার মতো দেশগুলি তাদের বাজেটের ৩.৬ শতাংশ স্বাস্থ্য হাতে খরচা করে সেখানে ভারতবর্ষে জিডিপির ১.৮ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয় ত্রাই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাস্থ্যকে আরো গুরুত্ব দেওয়ার প্রভূত। দরকার রয়েছে।

কৃষি সমবায়ে তালা দিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৮ ডিসেম্বর : আমানত ফেরত দিতে হবে এই দাবিতে সমবায় সমিতির গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের জামনা কৃষি সমবায় সমিতিতে। বিগত প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে সরকারী সমবায় সমিতিতে টাকা রেখে, সেই টাকা আর ফেরত পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ গ্রাহকদের। গোলমালের খবর পেয়েই সমবায় সমিতিতে এসে পৌঁছায় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। অস্থায়ী কয়েকজন কর্মীকে আটকে রেখেই পুলিশের সামনেই বিক্ষোভ দেখান বহু গ্রাহক। পুলিশের হস্তক্ষেপে আলাপ আলোচনায় দীর্ঘসময় পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

শোকের ছায়া দক্ষিণ দামোদর এলাকায়

—প্রথম পাতার পর

সিপিআই(এম) নেতা দেশবন্ধু হাজরা। এছাড়াও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রায়না খণ্ডঘোষের অন্যান্য পার্টি নেতৃত্ব, কর্মী দরদী মানুষজন।

এরপর একটি শোক মিছিল সড়গাই বাজার পরিক্রমা করে। তারপর বহরমপুর হয়ে নিজ গ্রাম বস্তিরে ফজলুল হক-কে সমাধিস্থ করা হয়। ফজলুল হকের মাতা, স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা বর্তমান।

কালনায় ডেপুটেশন ও মিছিল

—প্রথম পাতার পর

বীরেন ঘোষ, শ্যামল পাল, রাখহরি সেন, আতাবুল শেখ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন, সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল সিকদার।

অন্যদিকে আলিম শেখ, স্মৃতিকণা রায়, শ্যামল পাল, কৃষ্ণ চালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। এদিন ১৭৫০টি আবাসন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত পরিবারের তালিকা বিডিওর হাতে তুলে দেয়া হয়। দাবি করা হয় তদন্ত করে এদের ঘর পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

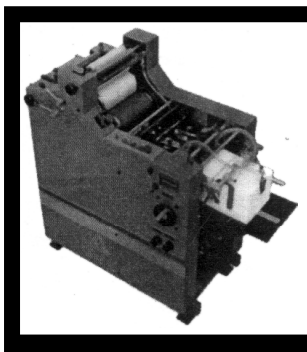

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

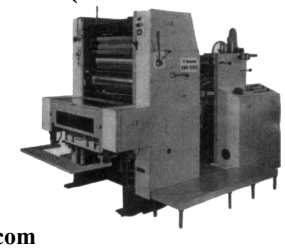

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা